

বিস্মিলাহির রহমানির রহিম

IRREVOCABLE POWER OF ATTORNEY

অ-প্রত্যাহারযোগ্য আম-মোক্তার নামা

আম-মোক্তারকৃত সম্পত্তির মূল্য-১৪,০০,০০০/- (চৌদ্দ লক্ষ) টাকা মাত্র।

আম-মোক্তার দলিল গ্রহিতা (ক) : “সালওয়া বিল্ডার্স এন্ড প্রোপার্টিজ লিমিটেড” এর পক্ষে চেয়ারম্যান জনাব কামালউদ্দীন আহম্মেদ, পিতা-গিয়াসউদ্দীন আহম্মেদ, মাতা-মোছাঃ নুরুল্লাহর, সাং-১৭৪/এ, নাজির শংকরপুর, ডাকঘর-যশোর-৭৪০০, থানা-কোতয়ালী, জেলা-যশোর। **জাতীয়তা-বাংলাদেশী, জন্ম তারিখ-১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৭ ইং, ধর্ম-ইসলাম, পেশা-ব্যবসা, জাতীয় পরিচিতি নং- ৪১২৪৭০৯১২২৮৭৭।**

ছবি

আম-মোক্তার দলিল গ্রহিতা (খ) : “সালওয়া বিল্ডার্স এন্ড প্রোপার্টিজ লিমিটেড” এর পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুর রহমান মৃধা, পিতা-মোঃ এবাদত আলী মৃধা, মাতা-মোছাঃ বদরুন্নেছা, সাং-হেড পোস্ট অফিসপাড়া, যশোর, ডাকঘর-যশোর-৭৪০০, থানা-কোতয়ালী, জেলা-যশোর। **জাতীয়তা-বাংলাদেশী, জন্ম তারিখ-২০ জানুয়ারী ১৯৮০ ইং, ধর্ম-ইসলাম, পেশা-ব্যবসা, পাসপোর্ট নং- ৪২৪০০৪৮।**

ছবি

আম-মোজার দলিল গ্রহিতা (গ) : “সালওয়া বিল্ডার্স এন্ড প্রোপার্টিজ লিমিটেড” এর পক্ষে পরিচালক জনাব মোঃ দবিরউদ্দীন, পিতা-মরহুম নিকার আলী গোলদার, মাতা-মোছাঃ আকলিমা খাতুন, স্থায়ী ঠিকানাঃ-সাং-চান্দুটিয়া, ডাকঘর-চান্দুটিয়া, থানা-কোতয়ালী, জেলা-যশোর, বর্তমান ঠিকানাঃ-সাং-কারবালা ধর্মতলা, ডাকঘর-যশোর-৭৪০০, থানা-কোতয়ালী, জেলা-যশোর, জাতীয়তা-বাংলাদেশী, জন্ম তারিখ-২০ মার্চ ১৯৮০ ইং, ধর্ম-ইসলাম, পেশা-ব্যবসা, জন্ম নিবন্ধন নং- ১৫৬৫০৩

ছবি

আম-মোজার দলিল দাতা : মোছাঃ হাসিনা চৌধুরী, স্বামী- মোঃ মনিরুজ্জামান চৌধুরী, পিতা-মরহুম আলতাফ হোসেন, মাতা- মরহুমা মেহেরুন নেছা, সাং- এইচ.এম.এম রোড, যশোর, ডাকঘর- যশোর-৭৪০০, থানা- কোতয়ালী, জেলা- যশোর। জাতীয়তা- বাংলাদেশী, জন্ম তারিখ- ৩১ জানুয়ারী ১৯৪০ ইং, ধর্ম- ইসলাম, পেশা- গৃহিনী, জাতীয় পরিচিতি নং- ৪১২৪৭০২০২৫০৩৪।

ছবি

বিস্মিলাহির রহমানির রহিম-

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু মহান সৃষ্টিকর্তা আলহর নাম স্মরণ করিয়া অত্র **Irrevocable Power of Attorney** বা অ-অপ্রত্যাহারযোগ্য আম-মোজারনামা দলিল লেখার কার্যাবলী আরম্ভ করিয়া প্রকাশ করিতেছি যে, জেলা-যশোর, থানা-কোতয়ালীর অধীন যশোর পৌরসভার অন্তর্গত ৯১ নং-বারান্দী মৌজায় এস.এ-১৪১৮ নং খতিয়ানভুক্ত এস.এ-১১০ নং দাগের যে জমাজমি লেখা যায় তাহা বিগত এস.এ রেকর্ডে ছুরাতুল্লেছা বিবি তাহার নিজ নামে ১ ষোল আনাংশে রেকর্ড লিপিবদ্ধ করাইয়া ভোগ দখল পরিচালনা করিতে থাকাবস্থায় মৃত্যু বরন করিলে তাহার ত্যাক্ত সম্পত্তিতে মোঃ আলতাফ হোসেন ওয়ারেশ উত্তরাধিকারী সূত্রে স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভোগ দখল পরিচালনা করিতে থাকাবস্থায় উক্ত মোঃ আলতাফ হোসেন মৃত্যু বরন করিলে তাহার ত্যাক্ত সম্পত্তিতে পুত্র ১। মোঃ কবির হোসেন এবং কন্যা ২। মোছাঃ হাসিনা চৌধুরী আমরা পৈত্রিক ওয়ারেশ উত্তরাধিকারী সূত্রে স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভোগ দখল পরিচালনা

করিতে থাকাবস্থায় উল্লেখিত মোঃ কবির হোসেন মৃত্যু বরন করিলে তাহার ত্যাক্ত সম্পত্তিতে পুত্রগণ ১। মোঃ কাইয়ুম কবির ২। মোঃ শহীদ কবির এবং কন্যা ৩। মোছাঃ শাহীরদা কবীর পৈত্রিক ওয়ারেশ উত্তরাধিকারী সূত্রে স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভোগ দখল পরিচালনা করিতে থাকাবস্থায় স্থানীয় ভূমি রাজস্ব অফিসে ৫৬/৯-১/৮৭-৮৮ নং কেসের মাধ্যমে আমাদের নিজ নিজ নামে নামপত্তন করতঃ সেপারেশন-১৪১৮ নং খতিয়ানভুক্ত জমিতে ভোগ দখল পরিচালনা করিতে থাকাবস্থায় চলমান মাঠ জরিপ রেকর্ডে বুজারত-৯০ নং খতিয়ানভুক্ত জমিতে ১। মোছাঃ হাসিনা চৌধুরী ৫০০ অংশ ২। মোঃ কাইয়ুম কবির ২০০ অংশ ৩। মোঃ শহীদ কবির ২০০ অংশ ৩। মোছাঃ শাহীরদা কবীর ১০০ অংশ মোট ১০০০ অংশে আমাদের নিজ নিজ নামে রেকর্ড লিপিবদ্ধ করাইয়া ভোগ দখল পরিচালনা করিতে থাকাবস্থায় আমাদের ভোগ দখলের সুবিদার্থে অপারপর শরিকগণের মধ্যে বিভাগবন্টন করাইবার লক্ষ্যে বিগত ইংরেজী ২০/০৩/২০০২ তারিখে যশোর সদর প্রথম যুগ্ম জজ আদালতে ০৫/০২ নং পার্টিশন মোকাদ্দমা দায়ের করেন। অতঃপর মাননীয় আদালত উভয় পক্ষের সকল কাগজ পত্রাদী পর্যালোচনা পূর্বক এবং স্বাক্ষীগণের বক্তব্য ও উভয় পক্ষের সম্মানিত কৌসুলীগণের যুক্তি-তর্ক পর্যবেক্ষণ পূর্বক বিগত ইংরেজী ৩০/০৯/২০০৪ তারিখে ৩৬ নং আদেশ মোতাবেক পূর্ণাঙ্গ ছিলেনামা মূলে আমি অত্র দলিলের দাতা মোছাঃ হাসিনা চৌধুরী ও আমার অপারপর শরিকগণ ১। মোঃ কাইয়ুম কবির ২। মোঃ শহীদ কবির এবং কন্যা ৩। মোছাঃ শাহীরদা কবীর আমাদের তফসীল বর্ণিত জমাজমি বিভাগবন্টন করাইয়া দেন। এমতাবস্থায় আমি মাননীয় আদালতের ৩৬ নং আদেশ মোতাবেক আমার প্রাপ্ত অংশে পৃথকভাবে স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া মালেক সেরেস্তায় কর খাজনা প্রদানে দাখিলাদি গ্রহণে এযাবৎ নিরংকুশ ভাবে ভোগ দখল পরিচালনা করিয়া আসিতেছি।

এইক্ষণে আমি দাতা একজন মহিলা মানুষ হওয়ায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমস্যায় থাকিতে হয়। অন্যদিকে ইমারত নির্মাণ করিবার মত আমার টাকা-পয়সা না থাকায় আমার পক্ষে নিম্ন তফসিল বর্ণিত জমাজমিতে ইমারত নির্মাণ ও তাহার সার্বিক দেখাশুনা, পরিচর্যা, পরিচালনা করা সম্ভব নয়। অপরদিকে স্থায়ী বসবাসের জন্য একটি বাসভবনের প্রয়োজন উপলব্ধি করায় আমার বিশ্বস্ত নির্মাণ প্রতিষ্ঠান (ক) “সালওয়া বিল্ডার্স এন্ড প্রোপার্টিজ লিমিটেড” এর পক্ষে চেয়ারম্যান জনাব কামালউদ্দীন আহম্মেদ, পিতা-গিয়াসউদ্দীন আহম্মেদ, মাতা-মোছাঃ নুরুন্নাহার, সাং-১৭৪/এ, নাজির শংকরপুর, ডাকঘর-যশোর-৭৪০০, থানা-কোতয়ালী, জেলা-যশোর (খ) “সালওয়া বিল্ডার্স এন্ড প্রোপার্টিজ লিমিটেড” এর পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুর রহমান মুখা, পিতা-মোঃ

এবাদত আলী মৃধা, মাতা-মোছাঃ বদরুল্লাহা, সাং-হেড পোস্ট অফিসপাড়া, যশোর, ডাকঘর-যশোর-৭৪০০, থানা-কোতয়ালী, জেলা-যশোর (গ) “সালওয়া বিল্ডার্স এন্ড প্রোপার্টিজ লিমিটেড” এর পক্ষে পরিচালক জনাব মোঃ দবিরউদ্দীন, পিতা-মরহুম নিকার আলী গোলদার, মাতা-মোছাঃ আকলিমা খাতুন, স্থায়ী ঠিকানাঃ-সাং-চান্দুটিয়া, ডাকঘর-চান্দুটিয়া, থানা-কোতয়ালী, জেলা-যশোর, বর্তমান ঠিকানাঃ-সাং-কারবালা ধর্মতলা, ডাকঘর-যশোর-৭৪০০, থানা-কোতয়ালী, জেলা-যশোর দের আমার পক্ষে আম-মোক্তার বা Attorney নিযুক্ত করিলাম। অদ্য হইতে আমার নিযুক্তিয় আম-মোক্তার সাহেবগণ যথাক্রমে (ক) জনাব কামালউদ্দীন আহম্মেদ (খ) মোঃ আব্দুর রহমান মৃধা (গ) জনাব মোঃ দবিরউদ্দীন আমার পক্ষে ক্ষমতাশীল হইয়া আমার নামীয় তফসিল বর্ণিত জমাজমিতে ০৬ (ছয়) তলা বিশিষ্ট ইমারত নির্মাণ করিবেন যাহার মধ্যে প্রথম তলায় ১০ (দশ) টি দোকান ঘর ও দ্বিতীয় তলা থেকে ষষ্ঠ তলা পর্যন্ত প্রতিটি তলায় ০২ (দুই) টি করিয়া ফ্ল্যাট থাকিবে। আমার নিযুক্তিয় আম-মোক্তার সাহেবগণ প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ সম্পন্ন হইবার পর উক্ত ইমারতের প্রথম তলার দক্ষিণ পার্শ্বে ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫ ও ০৬ নং দোকান ঘর অর্থাৎ মোট ০৬ (ছয়) টি দোকান ঘর এবং দ্বিতীয় তলার সম্পূর্ণ অংশ ০২ (দুই) টি ফ্ল্যাট ও চতুর্থ তলার সম্পূর্ণ অংশ অর্থাৎ ০২ (দুই) টি ফ্ল্যাট ও পঞ্চম তলার অর্ধেক অংশ অর্থাৎ পূর্ব পার্শ্বের ০১ (এক) টি ফ্ল্যাট ও ষষ্ঠ তলার অর্ধেক অংশ অর্থাৎ পশ্চিম পার্শ্বের ০১ (এক) টি ফ্ল্যাট এর মালিকানা প্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ সম্পূর্ণ ইমারতের ৬০% (শতকরা ষাট ভাগ) অংশের তৎসহ অবিভক্ত অচিহ্নিত আনুপাতিক হারে ভূমি স্থায়ীভাবে প্রাপ্ত হইবেন এবং উক্ত ইমারতের প্রথম তলার উত্তর-পশ্চিম পার্শ্বের ০৭, ০৮, ০৯ ও ১০ নং দোকান ঘর অর্থাৎ মোট ০৪ (চার) টি দোকান ঘর ও তৃতীয় তলার সম্পূর্ণ অংশ অর্থাৎ ০২ (দুই) টি ফ্ল্যাট ও পঞ্চম তলার অর্ধেক অংশ অর্থাৎ পশ্চিম পার্শ্বের ০১ (এক) টি ফ্ল্যাট ও ষষ্ঠ তলার অর্ধেক অংশ অর্থাৎ পূর্ব পার্শ্বের ০১ (এক) টি ফ্ল্যাট আমি দাতা আমার অনুকূলে থাকিবে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ ইমারতের ৪০% (শতকরা চল্লিশ ভাগ) অংশের তৎসহ অবিভক্ত অচিহ্নিত আনুপাতিক হারে ভূমি আমি স্থায়ীভাবে প্রাপ্ত হইব। আমার নিযুক্তিয় আম-মোক্তার সাহেবগণ প্রস্তাবিত ইমারতের তাহাদের প্রাপ্ত ৬০% (শতকরা ষাট ভাগ) অংশের সম্পত্তি অন্যত্র দান, বিক্রয়, বিলি, বন্দোবস্ত, হস্তান্তর, বন্ধক ইত্যাদি আমার নাম বৎকলমে স্বাক্ষর করতঃ তাহার রেজিস্ট্রি করিয়া দিতে পারিবেন। আমার নিযুক্তিয় আম-মোক্তার সাহেবগণ আমার নামীয় তফসিল বর্ণিত সম্পত্তিতে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে অবস্থিত সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ, সুপ্রীম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগ, রাজস্ব বোর্ড হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বপ্রকার দেওয়ানী, ফৌজদারী রাজস্ব আদালতে ও অফিসে এবং পৌর কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা

পরিষদ,ইউনিয়ন পরিষদ,পুলিশ অফিস ইত্যাদি সর্বপ্রকার অফিস আদালতে উপস্থিত হইয়া আমার পক্ষ হইতে তফসিল বর্ণিত জমির যাবতীয় কাগজ পত্রে আমার নাম বংকলমে স্বাক্ষর করতঃ সর্বপ্রকার মামলা রুজু করা বা আপীল দায়ের করা এবং আমার বিপক্ষে কোন মামলা মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়া থাকিলে তাহার সওয়াল জওয়াব ইত্যাদি দাখিল করিয়া মামলা মোকদ্দমা প্রতিহত করা, আমার বিরুদ্ধে ডিক্রী ও রায় হইলে তাহার আপীল দায়ের করা, যে কোন প্রকার মামলা দায়ের বা প্রতিহত করিবার জন্য এ্যাডভোকেট, ব্যারিস্টার নিযুক্ত করা, আমার পক্ষ হইতে মোকদ্দমার আরজি, বর্ণনাপত্র, দরখাস্ত ইত্যাদি প্রয়োজন বোধে কোন সত্যপাঠে আমার নাম বংকলমে স্বাক্ষর করা, ওকালত নামায় আমার নাম বংকলমে স্বাক্ষর করা, এফিডেভিট করা, আদালতে টাকা আমানত করা, তাহা উঠাইয়া লওয়া, আদালতে প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজ দাখিল করা বা ফেরৎ লওয়া, স্বাক্ষরী মান্যকরা, স্বাক্ষরী খরচা ও বারবরদারী দাখিল করা, আমার নামীয় সমন ও নোটিশ গ্রহণ করা, আমার নামে সরকারী ট্রেজারী সাব-ট্রেজারী বা স্ট্যাম্প ভেভারের নিকট হইতে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প কাগজ খরিদ করা। বাংলাদেশের ডাক বিভাগীয় ব্যাংক এবং অন্যান্য বানিজ্যিক ব্যাংকে আমার নামে টাকা জমা দেওয়া, প্রয়োজন বোধে টাকা উঠানো ইত্যাদি কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিবেন এবং তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি অন্যত্র হস্তান্তর বা বিক্রয় করিবার জন্য যে কোন বায়না পত্রে, চুক্তি পত্রে,বিক্রয় কবলা দলিল,মর্ডগেজ ও পাওয়ার ইত্যাদি যাবতীয় দলিল দস্তাবেজ রেজিস্ট্রী করিবার জন্য আমাদের নাম বংকলমে স্বাক্ষর করিয়া বায়না গ্রহণ করা বা সর্বপ্রকার সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রী অফিসে উপস্থিত হইয়া যে কোন প্রকার দলিল দস্তাবেজে আমার নাম বংকলমে স্বাক্ষর করিয়া তাহা রেজিস্ট্রীর জন্য রেজিস্ট্রীর বরাবর দাখিল করা, উহার সম্পাদন স্বীকার করা, দলিল দাখিল করিবার পর উহার সহিত কোন প্রকার দরখাস্ত, সার্টিফিকেট, অনুবাদ, কৈফিয়াৎ ইত্যাদি সংযোজন করিবার প্রয়োজন দেখা দিলে তাহাও দাখিল করিতে পারিবেন। দলিলের অপ্রয়োজনীয় অংশের কাটাকুটি হইলে বা রদ বদল করতঃ প্রয়োজনীয় কৈফিয়েৎ দেওয়া ও তাহার নিচে আমার নাম বংকলমে স্বাক্ষর করা, দলিল রেজিস্ট্রী অস্তে তাহা ফেরৎ লওয়ার জন্য রশিদের অপর পৃষ্ঠায় বরাত লিখিয়া দেওয়া, সমস্ত প্রকার দলিলের সহি মোহরের নকল লওয়া উপরোক্ত দলিল দস্তাবেজের রেজিস্ট্রী কার্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন তৎসমুদয় কার্যাদি আমাদের পক্ষে নিযুক্তিয় আম-মোক্তার সাহেব আমার নাম বংকলমে স্বাক্ষর করিয়া তাহা সু-সমাধা করিবেন। অদ্য হইতে তফসিল বর্ণিত জমা জমি সংক্রান্তে আমাদের নিযুক্তিয় আম-মোক্তার সাহেব আমার পক্ষে যে সমস্ত কার্য সম্পাদন করিবেন তাহা আমার স্বীয় কৃত কার্যের ন্যায় কবুল মঞ্জুর গ্রাহ্য ও বলবৎ হইবে। তাহাতে ভবিষ্যতে আমি বা

আমার পরবর্তী অন্য কোন ওয়ারেশ স্থলাভিষিক্ত গনের কাহারও কোন প্রকার ওজর আপত্তি রহিল না বা চলিবে না। করিলেও তাহা আইনতঃ বাতিল নামঞ্জুর ও অগ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। প্রকাশ থাকে যে, তফসীল বর্ণিত জমাজমি আমরা দাতাগণ ইতিপূর্বে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয়, দান, হস্তান্তর, বন্ধক ইত্যাদি রাখি নাই, অর্থাৎ তফসীল বর্ণিত জমাজমি সম্পূর্ণ নিঃস্কণ্যক রহিয়াছে। প্রকাশ থাকে যে, অত্র **Special Power of Attorney** বা অ-অপ্রত্যাহারযোগ্য আম-মোক্তারনামা দলিল খানী শুধুমাত্র ফ্লোট, দোকান ক্রয়/বিক্রয়ের সহিত জড়িত আনুপাতিক অংশের জমি বিক্রয়ে সংরক্ষিত। কোন অবস্থাতেই শূন্য জমি বিক্রয়ে অনুমতি প্রদান করে না। এটাই প্রকৃত তথ্যের নিদর্শন হইতেছে।

এতদ্বার্থে সরল মনে সুস্থ শরীরে কাহারো বিনা প্ররোচনায় স্বেচ্ছায় স্থির মস্তিষ্কে অত্র **Special Power of Attorne** বা অ-অপ্রত্যাহারযোগ্য আম-মোক্তারনামা দলিল লেখাইয়া তাহার মর্ম ও ফলাফল অবগত হইয়া নিম্ন স্বাক্ষীগণের মোকাবেলায় আমার নিজ নাম সহি সম্পাদন করিলাম। ইতি বাংলা ১৪২০ সালের ১০ শ্রাবণ মোতাবেক ইংরেজী-২৫/০৭/২০১৩ (পঁচিশ/সাত/দুই হাজার তের)।

“আম-মোক্তারকৃত জমির তফসিল সম্পত্তির পরিচয়”

জেলা-যশোর, থানা-কোতয়ালীর অধীন যশোর পৌলষভার অন্তর্গত ৯১ নং-বারান্দী মৌজায় জমি।

মালেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে সহকারী কমিশনার (ভূমি), সদর, যশোর।

আম-মোক্তারকৃত সম্পত্তির মূল্য-১৪,০০,০০০/- (চৌদ্দ লক্ষ) টাকা মাত্র।

খতিয়ান নম্বর : এস.এ খতিয়ান নং-১৪১৮ (এক হাজার চারশত আঠার) সেপারেশন-১৪১৮ (এক হাজার চারশত আঠার) স্থলে হাল জরিপের বুজারত খতিয়ান নং-৯০ (নব্বই)।

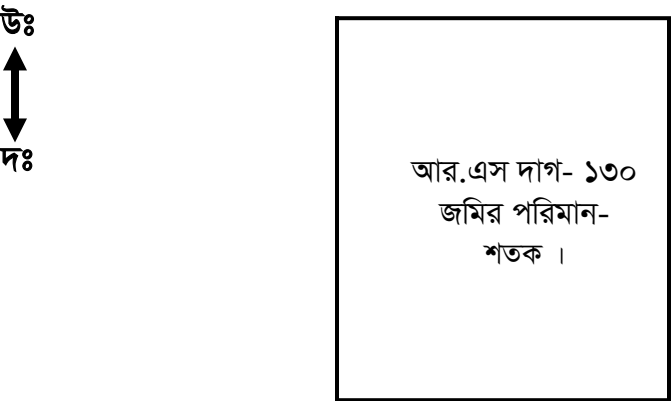
দাগ নম্বর : এস.এ দাগ নং-১১০ (একশত দশ) স্থলে হাল জরিপের আর.এস দাগ নং-১৩০ (একশত ত্রিশ) শ্রেণী-বাস্ত (কোন স্থাপনা নাই) ০৭ (সাত) শতক জমির মধ্যে হইতে আম-মোক্তারকৃত ০৩.৫০ (তিন দশমিক পাঁচ শূন্য) শতক জমি মাত্র। যাহার মধ্যে আমার নিযুক্তিয় আম-মোক্তার সাহেবগণ প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ সম্পন্ন হইবার পর উক্ত ইমারতের ৬০% (শতকরা ষাট ভাগ) অংশের তৎসহ অবিভক্ত অর্চিহিত আনুপাতিক হারে ০২.১০ (দুই দশমিক

এক শূন্য) শতক ভূমি স্থায়ীভাবে প্রাপ্ত হইবেন এবং অনুরূপভাবে সম্পূর্ণ ইমারতের বাদবাকি ৪০% (শতকরা চলিশ ভাগ) অংশের তৎসহ অবিভক্ত অচিহ্নিত আনুপাতিক হারে ০১.৪০ (এক দশমিক চার শূন্য) শতক ভূমি আমি দাতা স্থায়ীভাবে প্রাপ্ত হইব।

আম-মোক্তারকৃত সম্পত্তির চৌহদ্দীর বিবরণ :

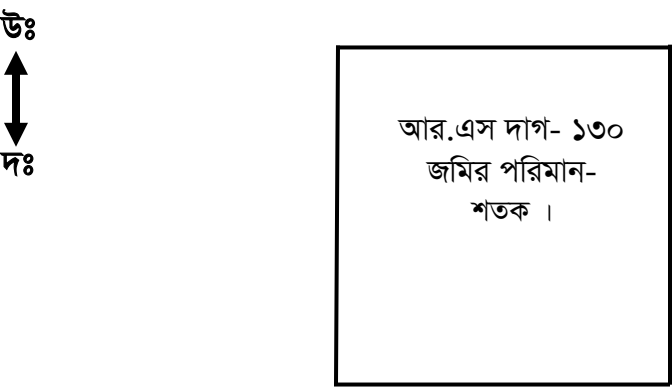
যাহার	উত্তর পার্শ্বে	:	শ্যামলের বাড়ী	দক্ষিণ পার্শ্বে	:	গফ্ফারের বাড়ী
	পূর্ব পার্শ্বে	:	কুন্ডুর বাড়ী	পশ্চিম পার্শ্বে	:	চলাচলের রাস্তা
এই চৌহদ্দীর মধ্যে আম-মোক্তারকৃত ০৩.৫০ (তিন দশমিক পাঁচ শূন্য) শতক জমি মাত্র।						

আম-মোক্তারকৃত সম্পত্তির হাত নকশা :



আম-মোক্তার জমির বাহুর পরিমাপ :	উত্তর বাহু	:		পূর্ব বাহু	:	২৮'-০''
	দক্ষিণ বাহু	:		পশ্চিম বাহু	:	২৮'-০''

আমার নিযুক্তিয় আম-মোক্তার সাহেবগণের প্রাপ্ত ভূমির হাত নকশা :



আম-মোক্তার জমির বাহুর পরিমাপ :	উত্তর বাহু	:		পূর্ব বাহু	:	
	দক্ষিণ বাহু	:		পশ্চিম বাহু	:	

অত্র আম-মোক্তার নামা দলিল পাঠ করিয়া দাতা ও গ্রহীতা উভয় পক্ষগণ দেৱ শুনাইলাম ।

মোসাবিদা কারকের স্বাক্ষর

সাং-
সনদ নম্বর :
অফিসের নাম : যশোর সদর সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস, যশোর ।

স্বাক্ষী ও সনাক্তকারীর স্বাক্ষর

- ১।
- ২।
- ৩।

॥ হলফনামা ॥

বরাবর, সাব-রেজিষ্ট্রার : যশোর সদর, জেলা : যশোর।

দাতার নাম : মোছাঃ হাসিনা চৌধুরী, জন্ম তারিখ : ৩১ জানুয়ারী ১৯৪০ ইং।

এই মর্মে হলফনামা প্রদান করিতেছি যে, আমি হস্তান্তরাধীন জমির নিরংকুশ মালিক। অন্য কোন পক্ষের সহিত বায়না চুক্তি স্বাক্ষরিত করি নাই বা অন্য কোথাও বিক্রয় করি নাই বা অন্য কোন পক্ষের নিকট বন্ধক রাখি নাই। এই সম্পত্তি সরকারী খাষ/অর্পিত বা পরিত্যক্ত সম্পত্তি নয় বা অন্য কোনভাবে সরকারে বর্তায় নাই। আরও হলফনামা করিতেছে যে, উপরিউক্ত কোন তথ্য ভুলভাবে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলে তজ্জন্য আমি দায়ী হইব এবং আমার বিরুদ্ধে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা করা যাইবে, হস্তান্তরিত জমি সম্পর্কে কোন ভুল, অসত্য, বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করিয়া থাকিলে প্রয়োজনে নিজ খরচায় ভুল শুদ্ধ করিয়া ক্ষতিপূরণসহ নতুন দলিল প্রস্তুত ও রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে বাধ্য থাকিব। উল্লেখ্য, দলিলে হস্তান্তরিত সম্পত্তির মূল্য কম দেখানো হয় নাই।

হলফকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ :

সনাক্তকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ :

সাব-রেজিষ্ট্রারের নাম ও পদবী সহ স্বাক্ষর ও তারিখ :